দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ইসলামী-আরবী এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় আইন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গতকাল মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ —ইনকি

ইসলামী আরবী এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় আইন চূড়ান্ত

শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে গতকালের বৈঠকে দুটি কমিটি গঠন

□ স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের ফাজিল ও কামিল মাদরাসাসমূহের এফিলিয়েটিং অথরিটি হিসেবে একটি পৃথক ইসলামী আরবী এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে গতকাল রোববার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আ-আরেফিন সিদ্দিক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর মোহাব্বত খান, জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দীন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী সালাউদ্দিন আকবর, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব,

পৃঃ ৫ কঃ

ইসলামী আরবী এফিলিয়েটিং

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জমিয়াতুল মোদাররেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমেদ মোমতাজীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত খসড়া আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, বিয়োজন-সংযোজন করা হয়েছে। খসড়া আইনটিকে আরো যথাযথ ও চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় জনবল ও আর্থিক সংশ্লেষ নির্ধারণ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাদরাসা ও কারিগরি)কে আহবায়ক করে আরেকটি কমিটি করা হয়েছে। প্রথম কমিটি ৭ কর্মদিবস ও দ্বিতীয় কমিটিকে আগামী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

আইনটি চূড়ান্ত করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে। এরপর এটি আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং শেষে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে সরকারের নেয়া এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এখন আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। আলেম-ওলামাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করতে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতিপূর্বেই ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)। এ কমিটি নতুন আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্বাচন ও খসড়া আইন প্রণয়ন করেছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন যুগ্মসচিব (কারিগরি ও মাদরাসা), মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধি ও জমিয়াতুল মোদাররেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমেদ মোমতাজী। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে আলেম ওলামাদের ৭৫ বছরের আন্দোলন সার্থক হবে।

উল্লেখ্য, এদেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখের শতবর্ষের দাবি ও প্রত্যাশার বাস্তবায়ন আজ অতি সন্নিকটে। গত ২০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী আরবী এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক/কর্মচারীদের একক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় দেশে একটি ইসলামী আরবি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মাদরাসা শিক্ষার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমার সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা মনে করি ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে আলেম ওলামাদের আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ৪০ বছর ধরে। মাদরাসা শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালে যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. এম. ফজলুল হক কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় এক সভায় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। ১৯৫১ সালে মাওলানা আকরাম খাঁ কমিশন, ১৯৫৬ সালে আশরাফ চৌধুরী কমিটি, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান কমিটি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৯৬৩ সালে মোয়াজ্জেম কমিশন, ১৯৬৬ সালে হামিদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৯ সালে নূর খান কমিশন, ১৯৭০ সালে 'দি নিউ এডুকেশন পলিসি অব গভ. অব পাকিস্তান-৭০' নামে শিক্ষা কমিটি গুরুত্বের সাথে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা সুপারিশ করে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ড. কুদরতে খুদা কমিশনে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। ২০১০ সালের প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষানীতিতে' মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনে 'স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে।